দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... AUG 13 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

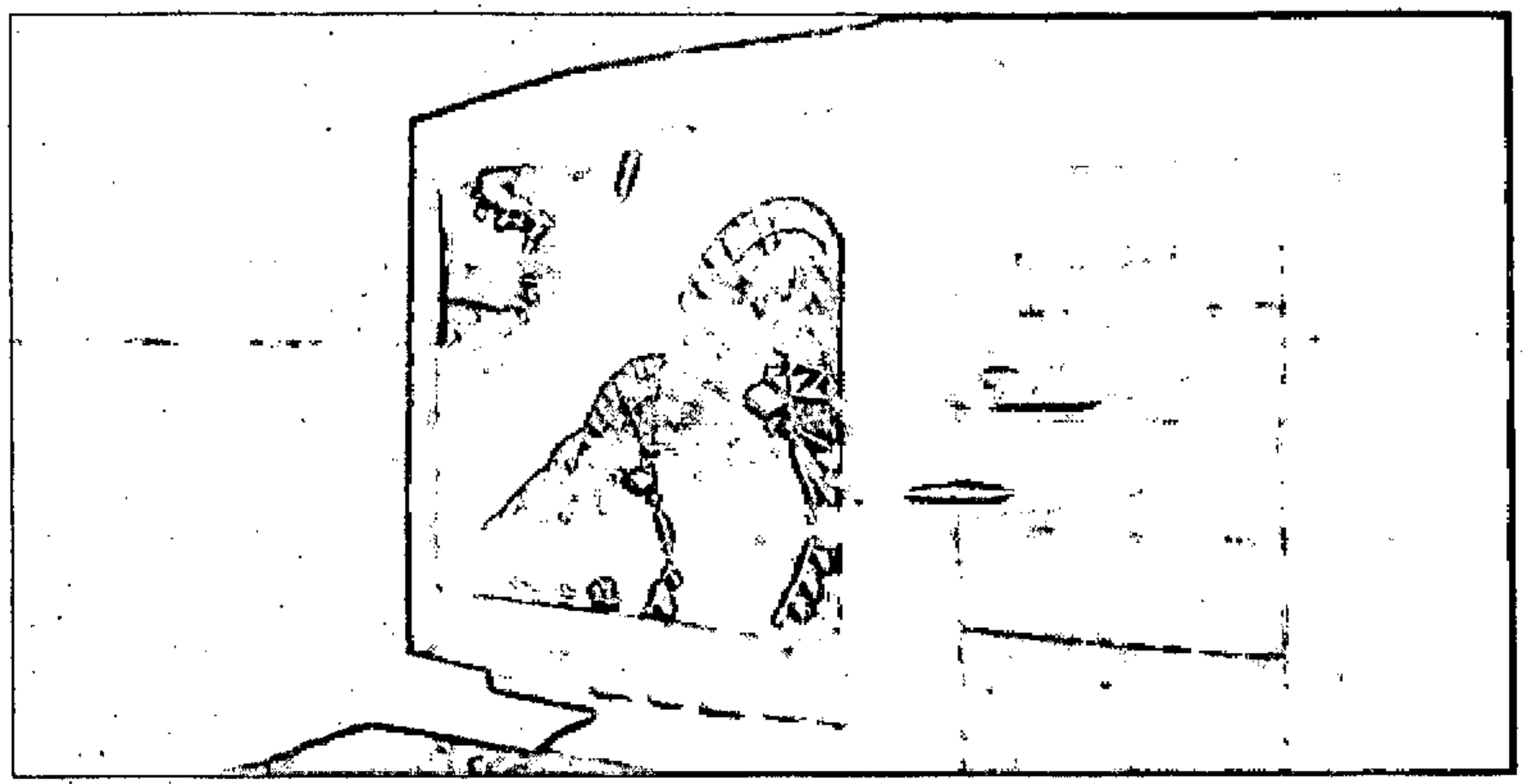

বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট স্কুল

দ্রুত হিসাব-নিকাশ করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল কম্পিউটার নামক যন্ত্রটির। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সভ্যতা যখন তার তিলোত্তমা মূর্তি গড়তে ব্যস্ত; ঠিক তখনই কম্পিউটার সভ্যতার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৮ সালের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হত নিপুণভাবে শত্রু পক্ষের দিকে গোলা ছুড়তে। ক্রমে ক্রমে কম্পিউটারের ব্যবহার এই গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বহুদিকে। এককালের আকাশ ছোঁয়া দাম ধীরে ধীরে অল্প দামে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসতে শুরু করে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক এখন কম্পিউটার। আজ কম্পিউটার কোন শৌখিন বস্তু নয়। আমাদের দেশে এখনও এ প্রযুক্তিটি ঘরে ঘরে না পৌঁছালেও ইতোমধ্যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। যুগের প্রয়োজনে এবং নিজস্ব প্রয়োজনেই মানুষ আজ কম্পিউটারের উপর অধিক হারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উন্নত বিশ্ব তো বটেই, এমনকি অনুন্নত বিশ্বও আজ দারুণভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

আগামী শতক হবে তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কোটি কোটি মানুষের যে বন্ধন কম্পিউটার তৈরী করছে— তার মূলে রয়েছে 'ইন্টারনেট' নামক শব্দটি। আজ এ মুহূর্তে ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত নেই এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। ইন্টারনেটের মূল আর্কিটেকচার তৈরী করা হয়েছিল ৬০ দশকের শেষ ভাগে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ চলাকালে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল রাখা। যুদ্ধকালে যাতে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় সেজন্য এসব সংস্থার মধ্যে একটা কম্পিউটার সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ইন্টারনেট তৈরীর প্রকল্পটি ছিল আমেরিকার বিশেষ প্রতিরক্ষা প্রকল্পের আওতাধীন। ক্রমে ক্রমে এই সংযোগ জাল সামরিক গবেষণা ছাড়িয়ে নানা ক্ষেত্রের গবেষকদের মধ্যে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন দেশের গবেষণা সংস্থাতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং আজ সমগ্র বিশ্বে এটাই ইন্টারনেট নামে পরিচিত। এই হল ইন্টারনেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

টেলিফোনে যোগাযোগের জন্য দেশে দেশে যে বেতার বা তারের সংযোগ মূলত তাই হল ইন্টারনেটের ভিত্তি। বলা বাহুল্য, এর সাথে যুক্ত রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের যোগাযোগ। নানা দেশে অনেকগুলো কেন্দ্রের মাধ্যমে অসংখ্য জাল যোগ হওয়ার ফলে ইন্টারনেট আজ হয়ে উঠেছে এক বিশ্বজোড়া জাল। আর এই জাল ব্যবহার করতে পারছে সমগ্র বিশ্বের সাধারণ মানুষ। ইন্টারনেট অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে তা খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করে। সত্যি কথা বলতে কি, ইন্টারনেটের এই বিকাশের একমাত্র কারণ এর বহুমুখী সুবিধা। ইন্টারনেট সংযোগ থাকা মানে হচ্ছে সারা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রাখা। আজ বিশ্বে ৭০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে এবং

এই ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতি মাসে ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হার যদি অব্যাহত থাকে তবে আগামী ২০০৩ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৃথিবীর সর্বমোট জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাবে— যা সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় বৈকি।

সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেটের একটি জনপ্রিয় ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব' (WORLD WIDE WEB সংক্ষেপে WWW)। WWW এই হচ্ছে ইন্টারনেটের একমাত্র প্রবর্তক ও প্রবেশ দ্বার। যে ব্যক্তি একটিবারের জন্য হলেও ইন্টারনেটে ব্রাউজিং; তিনিও অন্তত WWW-এর সম্পর্কে জানেন। এই 'ওয়েব' বা তথ্য জালের মাধ্যমে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা যায় নানা ধরনের খবর, পড়া যায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা, গবেষণার বিবরণ, পাওয়া যায় পণ্যের সংবাদ। শুধু তাই নয়, বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় সফটওয়্যারগুলোও ইন্টারনেটের মাধ্যমে রফতানী করা হয়। এসব তথ্যের উৎসে যেতে হলে শুধু জানতে

হবে তার ঠিকানা বা ' ওয়েব সাইট'-এর নাম; সার্চ বা সন্ধানী দিয়েও বের করা যায় অনেক ঠিকানার হদিস। তারপর ঘরে বসে কম্পিউটারের কয়েকটি মাত্র বোতাম টিপলেই চলে যাওয়া যায় লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, ইউরোপ, আমেরিকার বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে, তারপর সেখান থেকে পড়া যায় দুষ্প্রাপ্য সব বই বা দলিল। সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন ইন্টারনেটের মাধ্যমে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির আদান-প্রদান হচ্ছে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে এক বিপ্লব। বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বা কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত মোটা মোটা বই বের করে তৈরী করে 'ওয়েব সাইট' যেখান থেকে এক সাথে অনেক দরকারী তথ্য সহজেই সংগ্রহ করতে পারে বিশ্বের মানুষ। এতে খরচও তুলনা মুলকভাবে খুবই কম পড়ে। একই সাথে ছবি, শব্দ ও ভিডিও চিত্রের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব বলে ইন্টারনেট এখনকার সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিকেশন মিডিয়া– যার মুলে রয়েছে 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব' (WWW) ইন্টারনেটের ব্যবহার যা, লিখে শেষ করা যাবে না। বিদেশে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেমন– বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স, ইন্টেরিওর ডিজাইনিং ইলেকট্রনিক্স এরকম অনেক কিছু। ব্যাংকেও বর্তমানে আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। ইন্টারনেটের Update, modify & Web Site পরিবর্তনের জন্য ওয়েব কোম্পানীর প্রয়োজন দক্ষ জনবল।

পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে, সমগ্রবিশ্ব ইন্টারনেটের জালে হচ্ছে আবদ্ধ, ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের এই বাংলাদেশে এই পদযাত্রাকে স্বাগত জানাই এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটি ইন্টারনেট প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দিকনির্দেশকের সঠিক এবং উপযুক্ত ভূমিকাই রাখবে।

–মানওয়ার ইসলাম খান